



কাকাতুয়া

By Tanvir Hussain on Thursday, March 17, 2016 at 5:05pm

by Shanjid Islam Sharod

১। ইতিহাস : কাকাতুয়া বা ককাটু "কাকাটুইডা" পরিবারের সদস্য। অস্ট্রেলিয়ান পাখি বিগ্যানী "জর্জ রবার্ট গ্রে" ১৮৪০ সালে সর্বপ্রথম এদের নামকরণ করেন। কাকাতুয়ার ঘাটি মূলত অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ, যেমন- ওয়াল্লাসিয়া, নিউ গুইনিয়া, সোলোমোন ইত্যাদি এবং ফিলিপাইনেও প্রচুর পরিমাণে কাকাতুয়া পাওয়া যায়। পোষা পাখি হিসেবে সারা বিশ্বেই এরা সমাদৃত। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়া থেকেই প্রায় ৬৭ হাজার কাকাতুয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছিলো, এবং এই ধারা অব্যাহত থাকার কারণেই বর্তমানে জঙ্গল থেকে কাকাতুয়া ধরা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২। জাত বা মিউটেসন : কাকাতুয়া সর্বমোট ২১ প্রজাতির হয়ে থাকে যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ককাটিল। হ্যা, এটাও "কাকাটুইডা" পরিবারের সদস্য। এছাড়া অন্যান্য কাকাতুয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হলো সালফার ক্রেস্টেড ককাটু এবং গালাহ ককাটু। এছাড়াও ব্লাক ককাটু, পাম ককাটু, আমব্রেলা ক্রেস্টেড ককাটু, মেজর মিচেল'স (লিডবিটারি) ককাটু, করেলা ককাটু, গোফিন'স ককাটু, গ্যাং গ্যাং ককাটু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া আছে।

৩। দৈহিক গঠন : কাকাতুয়ার শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি হলো এর বিশাল আকৃতির ঝুটি। তবে সব ককাটুর দৈহিক গঠন এক নয়। নিচে প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রজাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :-

১। সালফার ক্রেস্টেড ককাটু : এর বেশ কয়েকটি উপপ্রজাতি আছে, যেমন লেজার সালফার, মিডিয়াম সালফার, গ্রেটার সালফার, সিট্রিন ক্রেস্টেড ককাটু, ট্রিটন ককাটু ইত্যাদি। লম্বায় ১৭-২২ ইঞ্চি, ওজন ৬০০-৮০০ গ্রাম। সম্পূর্ণ শরীর টাই ধবধবে সাদা এবং ঝুটিটা টকটকে হলুদ (সিট্রিনের ক্ষেত্রে কমলা)।

২। পাম ককাটু : কাকাতুয়ার ২১ টি প্রজাতির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। শরীর এবং ঝুটির রং কুচকুচে কালো। দুই গালে দুইটা লাল রঙের চিক প্যাচ আছে। লম্বায় প্রায় ২৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে, ওজন ৯০০-১২০০ গ্রাম।

৩। গালাহ ককাটু : সারা শরীরে গোলাপি রঙ এর ছড়াছড়ি, ঝুটিটা অন্যদের তুলনায় একটু ছোট। আকারে ১৩-১৫ ইঞ্চি এবং ওজন ২৭০-৩৫০ গ্রাম।

৪। মলুক্কান ককাটু : একে স্যালমন ক্রেস্টেড ককাটু ও বলা হয়। ঝুটিটা একটা ছোটখাটো বাটির মতো, লাল রং এর। সারা দেহ ধবধবে সাদা। লম্বায় ১৮-২০ ইঞ্চি, ওজন ৭৭৫-৯৩৫ গ্রাম।

৫। গ্যাং গ্যাং ককাটু : এর ঝুটিটা আবার অন্য স্টাইলের, এলোমেলো কয়েকটা পালক। মেয়েদের ঝুটি গ্রে এবং ছেলেদের টকটকে লাল। সারাদেহ চকচকে ধূসর রঙে আবৃত। আকারে ১৬-১৯ ইঞ্চি, ওজন ৬০০-৮০০ গ্রাম।

৬। মেজর মিচেল'স ককাটু : কাকাতুয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলা যায় একে। সারাদেহে সাদা ও গোলাপি রং এর অসম্ভব সুন্দর কবিনেশন। ঝুঁটিতে মোট তিনটা রং এর স্তর থাকে, হলুদ, লাল ও সাদা। আকার ও ওজন সালফারের মতই।

৭। আমব্রেলা ক্রেস্টেড ককাটু : এরা ঝুঁটি ফুলিয়ে দিলে অনেকটা ছাতার মতো দেখায়, সেজন্যই এই নাম। ঝুঁটিসহ সারাদেহ ধবধবে সাদা, লেজের ভিতরের পাশ হালকা হলুদ। লম্বায় ১৮-২০ ইঞ্চি, ওজন ৫০০-৮০০ গ্রাম।

৮। করেলা ককাটু : এদের দেখতে কেমন জানি বিদঘুটে টাইপের লাগে। ইয়া লম্বা একটা ঠোঁট, আর চোখের চারদিকে মোটা একটা রিং। রং সাদা। লম্বায় ১৪-১৬ ইঞ্চি, ওজন ৩৭০-৬৩০ গ্রাম।

৯। গোফিন'স ককাটু : কাকাতুয়ার মধ্যে এরাই সবচেয়ে ছোট, লম্বায় মাত্র ১২-১৩ ইঞ্চি, ওজন ২২০-২৬০ গ্রাম। ঝুঁটিসহ সারা শরীর ধবধবে সাদা।

৪। আচার-আচরণ : কাকাতুয়া মানুষের সাথে সময় কাটাতে খুবই পছন্দ করে, তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় না দিলে আপসেট এবং অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়। এদের ডাক খুবই জোরালো এবং কর্কষ। রেগে গেলে বা হঠাৎ কিছু দেখলে বা শুনলে ঝুঁটিটা ফুলিয়ে দেয়। মানুষের কথা মোটামুটি নকল করতে পারে। এছাড়া ছোট বেলা থেকে ট্রেইন করলে এদেরকে অনেক কিছুই শেখানো যায়। এরা ঘন্টায় প্রায় ৭০ কিলোমিটার বেগে উড়তে সক্ষম। আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, বড় জাতের ককাটু গুলোর মোল্টিং শুরু হয়ে শেষ হতে প্রায় ২ বছর পর্যন্ত সময় লাগিয়ে দেয়, যা যেকোন পাখির থেকেই অনেক বেশি। গালাহ, করেলার মতো ছোটগুলা অবশ্য ৬ মাসের মধ্যেই কমপ্লিট করে। এবং আরেকটা মজার ব্যাপার হল, প্রায় ৯০% ককাটুই বাম পা দিয়ে ধরে খাবার খায়! ৫। খাবার-দাবার : প্রকৃতিতে কাকাতুয়া যেসব খাদ্য গ্রহণ করে তার মধ্যে ৭০-৮০% ই হলো শাকসবজি ও ফলমূল এবং বাকিটা বাদাম জাতীয় শস্য এবং অন্যান্য সীড। তাই খাঁচায় কাকাতুয়াকে সুস্থ সবল রাখতে হলে সীডমিক্সের পাশাপাশি নিয়মিত শাকসবজি ও ফলমূল এবং অঙ্কুরিত বীজ সরবরাহ করা জরুরী। সীডমিক্সে সূর্যমুখী ফুলের বীজ, হেম্প সীড, ক্যানারি, ধান ইত্যাদি দেওয়া যায়। শাকসবজির মধ্যে ব্রোকলি, গাজর, টমেটো, শসা ও বিভিন্ন শাক এবং ফলমূলের মধ্যে স্ট্রবেরী, আপেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি দেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, তাদের ডায়েটের অন্তত ৩০-৪০% থাকবে শাকসবজি, ২০-৩০% ফলমূল এবং ১৫-২০% অঙ্কুরিত বীজ।

৫। খাবার-দাবার : প্রকৃতিতে কাকাতুয়া যেসব খাদ্য গ্রহণ করে তার মধ্যে ৭০-৮০% ই হলো শাকসবজি ও ফলমূল এবং বাকিটা বাদাম জাতীয় শস্য এবং অন্যান্য সীড। তাই খাঁচায় কাকাতুয়াকে সুস্থ সবল রাখতে হলে সীডমিক্সের পাশাপাশি নিয়মিত শাকসবজি ও ফলমূল এবং অঙ্কুরিত বীজ সরবরাহ করা জরুরী। সীডমিক্সে সূর্যমুখী ফুলের বীজ, হেম্প সীড, ক্যানারি, ধান ইত্যাদি দেওয়া যায়। শাকসবজির মধ্যে ব্রোকলি, গাজর, টমেটো, শসা ও বিভিন্ন শাক এবং ফলমূলের মধ্যে স্ট্রবেরী, আপেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি দেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, তাদের ডায়েটের অন্তত ৩০-৪০% থাকবে শাকসবজি, ২০-৩০% ফলমূল এবং ১৫-২০% অঙ্কুরিত বীজ। বাকিটা, অর্থাৎ ৫-১৫% থাকবে সীডমিক্স।

৬। খাঁচা : করেলা, গোফিনের মতো ছোট প্রজাতির ককাটুর জন্য খাঁচার সর্বোনিম্ন মাপ ৩৬"২৪"৪৮ এবং বাকি বড় প্রজাতিগুলোর জন্য ৪৮"৩৬"৪৮ থেকে যত বড় রাখা যায়। খাঁচায় প্রচুর পরিমাণে খেলনা দিতে হবে এবং খাঁচা অবশ্যই মোটা তারের বা গ্রিলের হতে হবে, কারণ এদের ঠোঁট অসম্ভব শক্ত ও ধারালো, যা একটু চিকন তার এক কামড়েই কেটে ফেলতে সক্ষম।

৭। ছেলে-মেয়ে শনাক্তকরণ : একমাত্র পদ্ধতি হলো DNA টেস্ট। কিছু কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে আইরিস রিং দেখে বোঝা গেলেও সেটা বেশ ঝামেলা বহুল, তাই DNA টেস্টই সর্বোত্তম পন্থা।

৮। ব্রিডিং : ছোট জাতের কাকাতুয়া গুলো ২.৫-৩ বছর এবং বড়গুলো সাধারণত ৫ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। প্রকৃতিতে এরা বাসা বাধে মাটি থেকে অন্তত পক্ষে ৮-১০ মিটার ওপরে, কোন গাছের গর্তে। মেয়ে পাখিটা ১ থেকে ৮ টি পর্যন্ত সাদা রঙের ডিম পাড়ে এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়েই তা দেয়। প্রজাতিভেদে ২৫-৩২ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। সব ককাটুর বাচ্চাই মখমলের মতো লোমশ হয়, শুধুমাত্র পাম ককাটু বাদে। বড় জাতের ককাটু গুলোর বাচ্চা নিজে খাওয়া শিখতে প্রায় ৩ মাস লেগে যায়, ছোট গুলোর ক্ষেত্রে ১.৫ মাস।

৯। আয়ুষ্কাল : করেলা ও গোফিন সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। বাকি বড় জাতের ককাটু গুলো প্রকৃতিতে ২০-৪০ বছর বাঁচলেও, খাঁচায় সঠিক পরিচর্যা নিয়ে ৬০-৮০ বছর পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব। "কোকি বেনেট" নামক একটি সালফার ক্রেস্টেড ককাটু ১০০ বছরেরও বেশি বেঁচেছিল বলে ধারণা করা হয়, সে সিডনির

অধিবাসী ছিল। আরেক জন আছে "কুকি", একটি মেজর মিচেল ককাটু। সামনের জুনেই সে ৮৩ বছরে পা দেবে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চিড়িয়াখানায় একটি পাম ককাটু প্রায় ৯০ বছর বেঁচেছিল বলে জানা গেছে।

১০। দরদাম : প্রতিজোড়া,

১। সালফার : ৩-৪ লাখ।

২। আমব্রেলা : ২-৩ লাখ।

৩। গালাহ : ১.৫-২ লাখ।

৪। গ্যাং গ্যাং : ৪-৬ লাখ।

৫। মেজর মিচেল : ৬-১০ লাখ।

৬। পাম : ১০-১২ লাখ।

৭। মলুক্কান : ৩-৫ লাখ।

৮। করেলা : ১.৫-২ লাখ।

৯। গোফিন : ১-১.৫ লাখ।

১১। বাংলাদেশে কাকাতুয়া : বাংলাদেশে কাকাতুয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। বর্তমানে অনেকের কাছেই আছে, সব হয়তো আমি জানিনা, তবে বিশেষ করে বলতে হয় "আমব্রেলা কিং" Tahsin Rahman Abir ভাইয়ার কথা! এছাড়া কে এ আহমেদ মুন্না ভাইয়ার কাছেও প্রায়ই থাকে। Saruma Aviary BD (সেলিম) ভাইয়ার কাছে একজোড়া মলুক্কান আছে। আমাদের ম্যাকাও কিং Pinto Huq ভাইয়ের কাছে একজোড়া গালাহ আছে। Rasheduz Zaman Rashed ভাইয়ের কাছেও একজোড়া গালাহ ও এক জোড়া সালফার আছে। Hanif Rayhan ভাইয়ার কাছেও আছে। এছাড়া আমাদের প্রিয় R H Khan Antu ভাইয়া, Ashik Hameem ভাইয়া ও Sifat E Rabbani আপুর কাছেও একটা করে সালফার আছে বলে আমি জানি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বাংলাদেশের কেউই এখনো ব্রিডিং এ সফল হতে পারেনি, বাট আমরা সকলেই জানি এটা জাস্ট সময়ের ব্যাপার! কেউ না কেউ সফল হবেই। তাই সবার প্রতি শুভ কামনা জানিয়ে পোস্ট টা এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ